দৈনিক সংবাদ

তারিখ AUG. 10 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৬

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

১৯৯৫-৯৬ সালে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালোরি গ্রহণ পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। উক্ত সংস্থার তথ্যানুসারে দারিদ্র্য নির্ণয়ের উপরোক্ত মান তদন্তানুসারে ১৯৮৩-৮৪ সালে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২সালে ছিল ৪৭.৬ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে চরম দরিদ্র (Hard Core Poor) জনগোষ্ঠীর হার ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ এবং ২৮.৩ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ সালে শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৪৯.৭।

বিষ্ণু দাশ

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য অন্যতম উপাদান। দারিদ্র্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বা ক্রয়ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার বা দারিদ্র্যের মান নির্দেশ করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ পরিচালিত খানা ব্যয় নির্ধারণ জরিপ, ১৯৯৫/৯৬ (House hold Expenditure Survey 1995-96), তথ্যমতে দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি গ্রহণ পরিমাপে ১৯৯৫-৯৬ সালে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪৭.১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে এবং দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালোরি গ্রহণ পরিমাপে ২৪.৬ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। উক্ত সংস্থার তথ্যানুসারে দারিদ্র্য নির্ণয়ের উপরোক্ত মান তদন্তানুসারে ১৯৮৩-৮৪ সালে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৬১.৯ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২সালে ছিল ৪৭.৬ শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে চরম দরিদ্র (Hard Core Poor) জনগোষ্ঠীর হার ছিল যথাক্রমে ৩৬.৭ এবং ২৮.৩ শতাংশ। পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ সালে শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৪৯.৭।

ক্যালোরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য, সংখ্যা ও প্রতিদিন মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালোরির কম গ্রহণ হিসেবে দরিদ্রের সংখ্যা (মিলিয়নে)

জরিপ বছর	জরিপ বছর অনুসারে দারিদ্র্যের সংখ্যা ও হার					
	জাতীয় পর্যায়ে		পল্লী অঞ্চল		শহর	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৯৯৫-৯৬	৫৫.৩	৪৭.৫	৪৫.৭	৪৭.১	৯.৬	৪৯.৭
১৯৯১-৯২	৫১.৬	৪৭.৫	৪৪.৮	৪৭.৬	৬.৮	৪৬.৭
১৯৮৮-৮৯	৪৯.৭	৪৭.৮	৪৩.৪	৪৭.৮	৬.৩	৪৭.৬
১৯৮৫-৮৬	৫৫.৩	৫৫.৭	৪৭.৪	৫৪.৭	৭.৯	৬২.৬
১৯৮৩-৮৪	৫৮.৪	৬২.৬	৫১.১	৬১.৯	৭.৩	৬৭.৭

প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালোরির কম গ্রহণ হিসেবে চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা (মিলিয়ন)

১৯৯৫-৯৬	২৯.১	২৫.১	২৩.৯	২৪.৪৬	৫.২	২৭.৩
১৯৯১-৯২	৩০.৪	২৮.০	২৬.৬	২৮.৩	৩.৮	২৬.৩
১৯৮৮-৮৯	২৯.৫	২৮.৩৬	২৬.০	২৮.৬	৩.৫	২৬.৪
১৯৮৫-৮৬	২৬.৭	২৬.৮৬	২২.৮	২৬.৩	৩.৯	৩০.৭
১৯৮৩-৮৪	৩৪.৩	৩৬.৭৫	৩০.২	৩৬.৭	৪.৮	৩৭.৪

এবং চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২৭.৩শতাংশ। ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে শহরাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ছিল যথাক্রমে ৬৭.৭ ও ৪৬.৭ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৩৭.৪ ও ২৬.৩। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় শহরাঞ্চলে ১৯৯১-৯২হতে ১৯৯৫-৯৬ সালে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিবিএসএর (১৯৯৫-৯৬) খানা জরিপ ও এ দারিদ্র্যের স্বরূপ নিরূপণে ক্যালোরি গ্রহণ ছাড়াও মানুষের মৌলিক চাহিদার খরচ প্রক্রিয়া (Cost of basic need method) অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যকে দুটি পর্যায়ে যথাক্রমে উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩৫.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠী নিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যে এবং ৫৩.১ শতাংশ উচ্চ পর্যায়ের (দরিদ্র) রয়েছে।

দারিদ্র্য সূচক	১৯৮৭	১৯৮৯-৯০	১৯৯৪
চরম দরিদ্র	২৫.৮	৩০.৭	২২.৫
দরিদ্র	৩১.৭	২৮.৬	২৯.২
দরিদ্র ও চরম দরিদ্র	৫৭.৫	৫৯.৩	৫১.৭
দরিদ্র ব্যবধানে অনুপাত (%)	২১.৭	২৪.৮	১৯.২
এফজিটি অনুপাত (FGT)	১০.৯	১৩.৫	৯.৬

সূত্র ঃ বিআইডিএস, এপ্রিল ১৯৯৬।

বিআইডিএস (বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান)-এর অপর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৫১.৭ ভাগ জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং এর মধ্যে শতকরা ২২.৫ ভাগ চরম দরিদ্র (১৯৯৪)।

UNDP এর (১৯৯৬) Human Development Index (HDI) অনুসারে পৃথিবীর ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৩তম (১১৯৩) এবং বাংলাদেশের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের (HDI) এর মান ০.৩৬৫। এ প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকার মান ০.৬৯৮, ভারত ০.৪৩৬, পাকিস্তান ০.৪৩৬, মায়ানমার ০.৪৫১, নেপাল ০.৩৩২ এবং ভুটান ০.৩০৭। এ তথ্যানুসারে বাংলাদেশের অবস্থান নেপাল ও ভুটান থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে রয়েছে।

আয়ের বন্টনের ভিত্তিতে বিবিএস-এর (১৯৯৫-৯৬) সালের তথ্যানুসারে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ আয় অধিকারী ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ের অংশ ছিল ২৩.৬২ শতাংশ যা ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৯১-৯২ সালে ছিল যথাক্রমে ১৮.৩০ শতাংশ এবং ১৮.৮৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ের অংশ ছিল ০.৮৮ শতাংশ এবং ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে যথাক্রমে ১.১৭ ও ১.০৩ শতাংশ। এ তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে যথাক্রমে ২৪.৭৮ শতাংশ ও ১৪.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন পর্যায়ের ১০ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল ২.২৪ শতাংশ এবং ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৯১-৯২ সালে যথাক্রমে এর পরিমাণ ছিল ২.৮৯শতাংশ ও ২.৫৮ শতাংশ। এছাড়াও বিবিএস-এর তথ্যানুসারে উচ্চ পর্যায়ের ১০% পরিবারের ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে আয়ের অংশ ছিল যথাক্রমে ২৮.৩০ শতাংশ, ২৯.২৩ শতাংশ ও ৩৪.৬৮ শতাংশ।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (%) জাতীয় পর্যায়ে

পরিবার গ্রুপ	১৯৯৫-৯৬	১৯৯১-৯২	[illegible]	[illegible]	১৯৮৩-৮৪
সর্বোচ্চ আয় অধিকারী ৫%	২৩.৬২	১৮.৮৫	২০.৫[illegible]	২১.[illegible]	১৮.৩০
সর্বনিম্ন আয় অধিকারী ৫%	০.৮৮	১.০৩	১.০[illegible]	১.[illegible]	১.১৭
নিম্নপর্যায়ের ১০%	২.২৪	২.৫৮	২.৬৭	২.৮[illegible]	২.৮৯
উচ্চ পর্যায়ের ১০%	৩৪.৬৮	২৯.২৩	৩১.০০	৩১.৪৫	২৮.৩০

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ আয় অধিকারীর ৫% এর আয় ১৯৮৩-এর চেয়ে ১৯৯৫-৯৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৩২ শতাংশ বেশি। অপরদিকে সর্বনিম্ন আয় অধিকারী ৫% এর কমেছে ০.২৯ শতাংশ। উচ্চপর্যায়ের ১০% এর আয় বেড়েছে ৬.৩৮ শতাংশ। এছাড়াও পল্লী ও শহরাঞ্চলেও আয়ের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল ১ শতাংশ যা ১৯৮৩-৮৪ সালের চেয়ে ০.১৯ অংশ কম। অপরদিকে শহরাঞ্চলের সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ের অংশ ছিল ০.৭৪ যা ১৯৮৩-৮৪ সালের চেয়ে ০.৪৪ অংশ কম।